২

তারিখ 12 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

আজকের কাগজ

রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

পাসের হার : রাজশাহী ৩৮ দশমিক ৮৬ চট্টগ্রাম ৪৪ দশমিক ২০

কাগজ প্রতিবেদক ঃ গতকাল রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পাশের হার রাজশাহী বোর্ড ৩৮ দশমিক ৮৬ এবং চট্টগ্রাম বোর্ড ৪৪ দশমিক ২০। দু'টি বোর্ডেরই বিজ্ঞান বিভাগ ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থিদের পাসের হারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। রাজশাহী বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে পাশের হার ৬৫ দশমিক ৩৭, অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ২৭ দশমিক ৫৫। চট্টগ্রাম বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৬১ দশমিক ৭৬। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৩২ দশমিক ২৮। দু'টি বোর্ডেরই মেধা-তালিকায় এককভাবে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়নি।

রাজশাহী বোর্ড

রাজশাহী বোর্ডে এবার সর্বমোট পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলো ১ লাখ ২৬ হাজার ২৩৪ জন। এর মধ্যে পাশ করেছে ৪৯ হাজার ৫০ জন। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ২০ হাজার ৪১৬ জন দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে ২৭ হাজার ৯৬১ জন এবং তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ৬৭৩ জন।

বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বিভাগ পেয়েছে ১৫ হাজার ৫৬২ জন, দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে ৯ হাজার ৬৯ জন; এবং তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ৩৮ জন। এই বিভাগ থেকে মোট পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলো ৩৭ হাজার ৭৩৫ জন। এর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ২৪ হাজার ৬৬৯ জন। সমাজবিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪ হাজার ৮৫৪ জন, দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে ১৮ হাজার ৮৯২ জন এবং তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ৬৩৫ জন। এ বিভাগে মোট পরীক্ষা দিয়েছিলো ৮৮ হাজার ৪৯৯ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ২৪ হাজার ৩৮১ জন।

রাজশাহী বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে বগুড়া জেলা স্কুলের অবিনাশ রায়। ৭টি বিষয়ে লেটার মার্কসসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৪০। ৮টি লেটার এবং ৯৩৮ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে দু'জন। পাবনা জেলা স্কুলের মুজিবুল হাসান এবং পাবনা ক্যাডেট কলেজের ছাত্র আসিফ আহমেদ অনিক। ৮টি লেটারসহ ৯৩২ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মোঃ মহিদুল হাসান।

রাজশাহী বোর্ডের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৬টি লেটারসহ ৮৭৭ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে সরকারি পিএন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শীলা সরকার। দ্বিতীয় হয়েছে এএসএম তাসকিনুল হক, ৪টি বিষয়ে লেটার মার্কসসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৫২। সে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের ছাত্র। সাবরুল হাই স্কুলের মোহাম্মদ আবদুল হাই মিল্টন ৫টি লেটারসহ ৮৫১ নম্বর পেয়ে তৃতীয় হয়েছে।

চট্টগ্রাম বোর্ড

চট্টগ্রাম বোর্ডে এবার সর্বমোট পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলো ৪৪ হাজার ২১৮ জন। এর মধ্যে কৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯ হাজার ৫৪৫ জন। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৮ হাজার ৪১৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে ১০ হাজার ৫৭৭ এবং তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ৫৫৫ জন। পরীক্ষার্থিদের মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা ছিলো ২৪ হাজার ২৮০ জন, এর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ১১ হাজার ৪১৩ জন। পাসের হার ৪৭ দশমিক ০১। পরীক্ষার্থী মেয়েদের সংখ্যা ছিলো ১৯ হাজার ৯৩৮ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৮ হাজার ১৩২ জন। পাসের হার ৪০ দশমিক ৭৯। বিভাগওয়ারী হিসেবে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলো ১৭ হাজার ৮৩৩ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ১১ হাজার ৪৪ জন। পাসের হার ৬১ দশমিক ৭৬। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৬ হাজার ৯২০ জন, দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে ৪ হাজার ১১০ জন এবং তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ১৪ জন।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলো ২৬ হাজার ৩৩৫। পাশ করেছে ৮ হাজার ৫০১ জন। পাশের হার ৩২ দশমিক ২৮। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ১ হাজার ৪৯৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে ৬ হাজার ৪৬৭ জন এবং তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ৫৪১ জন। এই বিভাগে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পাশের হার সামান্য কিছুটা বেশি। যথাক্রমে ৩১ দশমিক ৬৯ এবং ৩২ দশমিক ৭৭।

চট্টগ্রাম বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় এবার ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র আবু জাফর মোহাম্মদ দায়েম উল্লাহ প্রথম হয়েছে। ৮টি বিষয়ে লেটার মার্কসসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৯১৭। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এবং কলেজের কে এম নাজমুল ইসলাম জয়। ৭টি বিষয়ে লেটার মার্কসসহ সে পেয়েছে ৯১৬ নম্বর। তৃতীয় হয়েছে ইস্পাহানী পাবলিক হাই স্কুলের ইশতিয়াক উর রশিদ। ৭টি বিষয়ে লেটারসহ সে পেয়েছে ৯১০ নম্বর। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ইস্পাহানী পাবলিক হাইস্কুলের আহম্মা ইয়াসমিন রহমান প্রথম হয়েছেন। ৬টি বিষয়ে লেটারসহ সে পেয়েছে ৮৯১। জহুরুল হক বেস [illegible] শাহীন স্কুলের রওশন আরা দ্বিতীয় হয়েছেন। ৬টি বিষয়ে লেটার মার্কসসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৪১। তৃতীয় হয়েছে মোহাম্মদ ফখরুল হায়দার। ৪টি বিষয়ে লেটারসহ তারপ্রাপ্ত নম্বর ৮৩৯।

মেধা তালিকা ৩–এর পাতায়.